একক ৪ ❐ ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের গঠন
৪.৩ গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি
৪.৪ গুরুত্বপূর্ণ কমিটি
৪.৫ জাতীয় পরিকল্পনা ও গ্রন্থাগারের উন্নতি
৪.৬ প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও নীতি
৪.৭ গ্রন্থাগার সঙ্ঘসমূহ
৪.৮ পর্যবেক্ষণ
৪.৯ অনুশীলনী
৪.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ প্রস্তাবনা

একটি আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য চাই আদর্শ নাগরিক, কিন্তু নাগরিকদের মনে আদর্শের বীজ বপন করার জন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে গ্রন্থাগারের অন্তর্জাল বিস্তার করা দরকার। কিন্তু গ্রন্থাগারের বিস্তার ঘটাবার জন্য চাই উপযুক্ত গ্রন্থাগার আন্দোলন। গ্রন্থাগার আন্দোলন বলতে অবশ্য শুধুমাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা বোঝায় না। গ্রন্থাগার আন্দোলন হল, রঙ্গানাথনের মতে, "একটি সুসংগঠিত গ্রন্থাগারের অন্তর্জাল প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে কার্যকরী রাখা বোঝায়।" ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারণা আমাদের জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি, জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের ঐকান্তিক প্রেরণা থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

অতীত ও মধ্যযুগের ভারতে প্রকৃত অর্থে কোনোরকম সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল না। শিক্ষার জগতে মৌখিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবশ্য নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। মধ্যযুগের শাসকেরা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য য- করেছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারিরা কয়েকটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৬৯০ খ্রি. থেকে কলকাতা ইংরেজ উপনিবেশের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে। অনেক সংখ্যক ব্রিটিশ লোকের বসবাস শুরু হবার পর ভ্রাম্যমাণ ও গ্রাহক চাঁদার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। অনেক লোকেরা প্রাচ্য শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে থাকে। ১৭৮৪ খ্রি. সোসাইটির জন্ম হয়। ১৮৩৬ খ্রী. কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১৮৬৭ খ্রি. ভারত সরকার প্রেস ও পুস্তক পঞ্জীকরণ আইন (Press and Registration of Books Act) পাশ করেন। এরপর Imperial Library Act পাশ করেন। এরপর Imperial Library Act পাশ হয় ১৯০২ খ্রি.। দীর্ঘদিনের বাধাবিপত্তির পর কলকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয় ১৯০৩ খ্রি. এবং তদানীন্তন Imperial Library-কে ১৯৪৮ খ্রি. জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে নামকরণ করা হয়।

৪.২ সাধারণ পাঠাগার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত

একটি প্রাচীন সাধারণ পাঠাগার যাকে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার হবার দাবি করা হয়, সেটি হল কন্নেমাভা সাধারণ পাঠাগার। এটি ১৮৯০ খ্রি. মাদ্রাজে গঠন করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ খ্রি. রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। ১৯০৩, ৩০শে জানুয়ারি ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯০৬ খ্রি. তৎকালীন বরোদরাজ্যে মহারাজ সায়াজী রাও গায়কোয়াড়-৩ সাধারণ পাঠাগারকে এক আন্দোলন হিসাবে শুরু করেন বলে শোনা যায়। তিনিই হলেন প্রথম ভারতীয় শাসক যিনি ১৯০৭ সালে বরোদায় প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময় তিনি ওখানকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেখে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আধুনিক ধারায় গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে মহারাজ তার রাজ্যে উইলিয়াম এলিসন বর্ডেন নামে একজন আমেরিকান গ্রন্থাগারিককে তার রাজ্যে গ্রন্থাগার সমূহের নিয়ামক হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৯১০-১৩ খ্রি.-র মধ্যে তার কার্যকালের সময় বর্ডেন ওই রাজ্যে গ্রন্থাগারের একটি আন্তর্জাল গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু তার এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে একথা বলা যাবে না। ডক্টর এস. আর. রঙ্গানাথন ভারতে সর্বপ্রথম একটি সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা। ১৯৩০ খ্রি. বেনারসে অনুষ্ঠিত All India Educational Conference-এ তিনি সর্বপ্রথম একটি সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলেন। সেখানে তিনি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত একটি আইনের নমুনা পেশ করেন যার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে ভারতে গ্রন্থাগার বিষয়ে আইন তৈরি হয়েছে।

৪.৩ গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি

ভারতে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলন খুবই প্রাথমিক স্তরে ছিল। কয়েকটি রাজ্যিক ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া আর কিছু ছিল না। ১৯৪৭ খ্রি. স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে ২৯টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নগর, শহর ও গ্রামে গ্রন্থাগারের আন্তর্জাল তৈরি করার কাজ শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যিক সরকার জনগণের টাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করে যেখানে বিনামূল্যে সকলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে। ভারত সরকারের পরিকল্পনা পরিষদ গ্রন্থাগার উন্নয়ন কাজকে ১৯৫১ সাল থেকে শুরু করা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করেছে। পরিকল্পনাও গ্রন্থাগার ও সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার ও জাতীয় বিজ্ঞান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র (INSDOC) ইউনেসকোর সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয়েছে।

১. দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ

দেশের সবচেয়ে ভালো গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার একটি। ইউনেসকোর পরীক্ষামূলক কর্মসূচীর অধীনে ১৯৫০ খ্রি. এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫১ খ্রি. থেকে তার পরিষেবা শুরু হয়। ভারতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের একটি আদর্শ নমুনা হিসাবে এটিকে গড়ে তোলা হয়েছিল। ইউনেসকোর জনসেবার ইস্তাহারের নীতি রূপায়ণ এবং দিল্লি জনগণের চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থাগারটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শুরুতে F.W. Gardener ও Edward Sydney নামের ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারটি রাখা হয়েছিল।

গ্রন্থাগার পরিষেবার অপরিহার্য অঙ্গ হল শিশু গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগার দিল্লি গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বারা পরিচালিত এবং শিক্ষামন্ত্রক ও কেন্দ্রশাসিত দিল্লি সরকার এর ব্যয়ভার বহন করে। পরিষদের পক্ষ থেকে ডিরেক্টর

গ্রন্থাগারের কাজ দেখাশোনা করেন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি ছাড়াও এর আরও কতকগুলি শাখা আছে। প্রতিটি শাখা গ্রন্থাগারে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ সঞ্চার করার মতো অনেক বই-এর সংগ্রহ আছে।

অনেকগুলি সমষ্টি গ্রন্থাগার (Community Library) ও কয়েকটি বই জমা দেবার কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যেসব বিভাগ আছে সেগুলি হল, পুস্তক সংগ্রহ ও বিন্যাসকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও সহায়িকা, শিশু গ্রন্থাগার, সমাজশিক্ষা, কলা ও জাদুঘর বিভাগ, ব্যবসা ও শিল্প বিভাগ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পুঁজিতে সব বিষয়ের হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি ও ইংরেজি ভাষার বই আছে ; গ্রন্থাগারের একটি প্রধান কাজ হল ঘরে গিয়ে পড়ার জন্য বই ধার দেওয়া।

প্রদর্শনী, ফিল্ম ও টেলিভিশন শো ও গল্প বলার জন্য সময়ের আয়োজন করে গ্রন্থাগার শিশুদের জন্য বিশেষ পরিষেবা দিয়ে থাকে। সমাজ শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা, তর্ক প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, ফিল্ম শো এবং এধরনের নানা বিষয়ে আয়োজন করে থাকে। বলা ও সংগীত বিভাগ, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্প বিষয়ক বই, সহায়িকা পুস্তক হিসাবে এবং phonerecord ধারে দিয়ে থাকে। ব্যবসা ও শিল্প বিভাগ ব্যবসায়ীদের সহায়িকা পুস্তকের জোগান দেয়।

গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল দৃষ্টিহীনদের জন্য পরিষেবা। গ্রন্থাগারে ব্রেইলি গ্রন্থের বৃহৎ সংগ্রহ আছে, সেগুলি দৃষ্টিহীনদের বিনামূল্যে ধারে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার ভারতীয় ব্রেইলি বই তৈরি করে। আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কয়েদি ও রোগীদের জন্য পুস্তক পরিষেবা। কেন্দ্রীয় জেলখানা ও দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালে এই গ্রন্থালয়ের অনেক বই-এর সংগ্রহ আছে। সেগুলি তিন মাস অন্তর পরিবর্তন করা হয়।

দিল্লির সাধারণ গ্রন্থাগার একটি আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে চলেছে। এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি যতটা সম্ভব উৎকৃষ্ট নমুনার স্বাক্ষর রেখেছে যে এধরনের কাজের ফলে কতটা কি করা যায়।

২. INSDOC : (The Indian National Scientific Documentation Centre)

ইউনেসকো থেকে কারিগরি সহায়তা নিয়ে ভারত সরকার ১৯৫২ সালে INSDOC প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম অবস্থায় এটিকে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের অধীনে রাখা হয়েছিল। ১৯৬২ সালে একজন ডিরেক্টরও একটি পরিচালন পর্ষদসহ এটি একটি স্বাধীন সংস্থায় পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র, সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের সম্পূর্ণ ধরনের 'ডকুমেন্টেশন' পরিষেবা দিয়ে থাকে। ডকুমেন্টেশনে পরিষেবার মধ্যে আছে জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার পরিচালনা করা ; আন্তর্জাতিক উৎস থেকে হার্ড কপিতে বা microfiche-এ তথ্য সংগ্রহ করা ; ভারতে প্রকাশিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমাচার সংগঠন ও বিদেশে প্রচার করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্যপতি ইংরেজিতে অনুবাদ করা, নির্বাচিত সমাচারে (Selective Dissemination of Information বা SDI) প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করা। বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া তথ্যপঞ্জির প্রতিলিপি থেকে কম্প্যুটারের মাধ্যমে সাহিত্য পরিষেবা, কেন্দ্রীয় ক্যাটালগ ও বিভিন্ন ডিরেক্টরি ও Index তৈরি করায় সহায়তা করার জন্য আভ্যন্তরীণ তথ্যপাতি সংগ্রহ করে কতিপয় ক্যাটালগ তৈরি করা।

২০০২ সালের ৩১শে সেপ্টেম্বর National Institute of Science Communication (NISCOM) এবং India National Scientific Documentation Centre (INSDOC) মিলে গিয়ে National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR) তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হয় সমাজের বিভিন্ন অংশকে সহায়তা করার জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক তথ্য সনাতন ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সংগ্রহ ও সঞ্চিত করে প্রকাশ ও প্রচার করা।

৩. গ্রন্থ বিলি করা বিষয়ক আইন ঃ

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার পুস্তক বিলি করা সংক্রান্ত আইন (সাধারণ গ্রন্থাগার) পাশ করে। এই আইনটি

পরবর্তীকালে সংশোধন করে (১৯৫৬) পাক্ষিক প্রকাশনীগুলিকে এই আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। ১৯৫৪ সালের ২১মে আইনটি নথিভুক্ত হয় এবং কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারকে তাৎক্ষণিকভাবে পুস্তক সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরে মাদ্রাজের (চেন্নাই) সিন্নেনারে সাধারণ গ্রন্থাগার এবং বম্বের (Mumbai) টাউন হল পাবলিক লাইব্রেরিকে Depository সাধারণ গ্রন্থাগার বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮২ সাল দিল্লির সাধারণ গ্রন্থাগারকে একটি সংরক্ষণ (Dipozisory) গ্রন্থাগার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৪. গ্রন্থাগার আইন

এ পর্যন্ত ১২টি রাজ্য গ্রন্থাগার আইন পাশ করেছে এবং অন্য রাজ্যগুলি কোনো আইন ছাড়াই গ্রন্থাগার পরিষেবা চালু রেখেছে। সাধারণ পাঠাগারের উন্নয়নে মাদ্রাজ (বর্তমানে তামিলনাড়ু) ১৯৪৮ সালের ২৫ অক্টোবরের ঐতিহাসিক দিনে 'মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট' পাশ করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আইনের পুস্তকে 'সাধারণ গ্রন্থাগার আইন' সংযোজন করা দ্বিতীয় রাজ্য হল হায়দরাবাদ রাজ্য। ১৯৫৫ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি এই আইনটি পাশ হয়। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ১৯৫৬ সালে রাজ্যটি ত্রিধাবিভক্ত হয়। এভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রতিষ্ঠা হয়।১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল 'অন্ধ্রপ্রদেশ পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট' বলবৎ হয়। গ্রন্থাগার আইন পাশ করা তৃতীয় দেশটি হল কর্ণাটক। Mysore (Karnataka) Public Libraries Act পাশ হয় ১৯৬৫ সালে। মহারাষ্ট্র আইন পাশ হল ১৯৬৭ সালে। পশ্চিমবাংলার সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ হয় ১৯৭৯ সালে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে তিনটি রাজ্য মনিপুর (১৯৮৮), হরিয়ানা (১৯৮৯) এবং কেরালা (১৯৮৯) গ্রন্থাগার আইন পাশ করে। মিজোরামে এই আইন পাশ হয় ১৯৯৩ সালে। ১৯৯৪ সালে গোয়া হল গ্রন্থাগার আইন পাশ করা দশম রাজ্য। গুজরাট ও ওড়িশাও এই আইন পাশ করেছে।

৫. রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থাগার ফাউন্ডেশন ঃ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে ভারত সরকার ১৯৭২ সালে আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই দ্বিশত জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য গঠিত জাতীয় কমিটি খুবই সংগত কারণে রামমোহন রায়ের স্মৃতিতে সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ জনগণের দুয়ারে বই পৌঁছে দেবার জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবার অন্তর্জাল ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করে এবং এভাবে এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিস্তার ঘটায়। এই 'ফাউন্ডেশন' শিক্ষামন্ত্রকের (বর্তমানে মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রনালয়) অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসাবে গড়ে ওঠে। তার সদর দপ্তর হল কলকাতায়। ঘটনাচক্রে ১৯৭২ সাল আবার আন্তর্জাতিক পুস্তকবর্ষ হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল এবং সেটি ছিল ভারতে স্বাধীনতার রৌপ্য জয়ন্তী বছর।

'ফাউন্ডেশনের' প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "সারা দেশে গ্রন্থাগার পরিষেবার মাত্রা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়ে পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটানো।" ফাউন্ডেশনের শুরুতে তাদের উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে প্রতি রাজ্যে একটি করে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

ফাউন্ডেশনের কাজ ও কর্মসূচির মধ্যে আছে ঃ পর্যাপ্ত পুস্তক ভাণ্ডার ও অন্যান্য পাঠ্য ও শ্রবণ উপকরণ গড়ে তুলতে সাহায্য করা, গ্রামে পুস্তক সংরক্ষণ ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নির্মাণে প্রদান, সিম্পোসিয়াম, সেমিনার, প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়াশোনার পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করা, গ্রন্থাগার বিষয়ক আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হওয়া এবং গ্রন্থাগার সংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া। দেশে গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়নে ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য অবদান হল এই পরিষেবাকে গ্রাম্য অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত করা এবং স্থানীয় প্রকাশনা সংস্থা ও রাষ্ট্রকে গ্রন্থাগার কর্মসূচি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। "লক্ষ লক্ষ জনগণের

জন্য তাদের দোরগোড়ায় বই" নামে ফাউন্ডেশনের সমাচার পুস্তিকায় তাদের কাজ ও কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে।

৪.৪ গুরুত্বপূর্ণ কমিটি

বিভিন্ন সময়ে সরকার অনেক কমিটি তৈরি করেছেন, যেগুলো তখনকার অবস্থার পর্যালোচনা করেছে এবং সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। তাদের নির্দেশ মানতে সরকারের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, কিন্তু গ্রন্থাগারের উন্নয়নে তারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে কৃতকার্য হয়েছিল।

১. বম্বের গ্রন্থাগার উন্নয়ন কমিটি ঃ

বম্বের সরকার A.A.A Fyzee-র সভাপতিত্বে ১৯৩৯ সালে এই কমিটি তৈরি করেছিলেন। কমিটি ১৯৪০ সালে তার প্রতিবেদন দাখিল করে। তাদের প্রস্তাব ছিল, সরকারের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা উচিত। তবে শর্ত থাকবে যে গ্রন্থাগারগুলি পাঠকদের বই ও অন্যান্য পাঠ্য উপকরণ বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে। কমিটির আরও পরামর্শ ছিল, বম্বেতে একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং পুণেতে একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে ছিল, প্রতি জেলায় একটি জেলা গ্রন্থাগার ও প্রতি তালুকে একটি করে তালুক গ্রন্থাগারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এসব পরামর্শ অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। ভারত স্বাধীন হবার পর সরকার এসব পরামর্শ কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বিশেষ কিছু প্রকরণগত কারণে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এখনো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ—Press and Registration of Books Act of Delivery of Books Act-এর দৌলতে পাওয়া গ্রন্থসত্ত্ব বিন্যাস ও রক্ষার দায়িত্ব গ্রন্থাগার আইন পাশ করার আগে থেকেই বম্বের এশিয়াটিক সোসাইটির ওপর ন্যস্ত করা ছিল। এই গ্রন্থাগারকেই সরকার রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

২. গ্রন্থাগারগুলির জন্য পরামর্শ কমিটি ঃ

১৯৫৭ সালে ভারত সরকার "ভারতে গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ পরিকাঠামোর বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য কে. পি. সিন্‌হাকে চেয়ারম্যান ও সোহান সিংকে সেক্রেটারি করে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৫৮ সালে পেশ করা প্রতিবেদন শিক্ষামন্ত্রক ১৯৬১ সালে প্রকাশ করেন। এই কমিটির পরামর্শগুলি ছিল নিম্নলিখিত ধরনের ঃ

১. জনগণের বর্তমান পাঠের চাহিদার বিষয়ে অনুসন্ধান ; কীভাবে সেই চাহিদা মেটানো হচ্ছে এবং বর্তমান পরিকাঠামো এই চাহিদা মেটানোতে কী ভূমিকা পালন করছে ;

২. বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের পাঠের রুচি বিষয়ে অনুসন্ধান করা ;

৩. ভারতে গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ;

৪. সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সহযোগিতার শর্তাবলি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ;

৫. গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ ও তাদের চাকুরির শর্তাবলির বিষয়ে অনুসন্ধান করা ;

৬. ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা।

এই প্রতিবেদন নিচের শিরোনামগুলি নিয়ে ৯টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল ঃ

বর্তমান অবস্থা, গ্রন্থাগারের গঠন, আনুষঙ্গিক পরিষেবা ও গ্রন্থাগার সহযোগিতা, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারিকের প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার ও সামাজিক শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার পুঁজি ও প্রশাসন।

কমিটি মনে করে কলকাতায় অবস্থিত একটিমাত্র জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বর্তমানে কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট। অন্যান্য কেন্দ্রগুলির জাতীয় পুস্তক সংগ্রহ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা উচিত। কমিটি ৭৫ বছরের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। কমিটির বিশেষ কতকগুলি পরামর্শ ছিল এই ধরনের ঃ

প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যিক গ্রন্থাগারের নিয়ন্ত্রণে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা দরকার। পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা এবং রাজ্যিক স্তরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে তাদের উপযুক্ত কাজ ও কাজের পরিধির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া দরকার।

প্রতি রাজ্যে একটি স্বাধীন সামাজিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক ডিরেক্টরেট থাকা একান্ত জরুরি। রাজ্যগুলিতে সম্পত্তি করের সঙ্গে প্রতি টাকায় ৬ পয়সা হারে গ্রন্থাগার কর ধার্য করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ধারে বই আদানপ্রদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

অন্যান্য সামাজিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির ভাবের আদানপ্রদান থাকা দরকার। করের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যিক সরকারের আরও ভরতুকি দেওয়া উচিত।

গ্রন্থাগারের কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুবিধা থাকা দরকার।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে কমিটি পেশাগত সংস্থার প্রতিনিধিদের সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনোরকম পরামর্শ দেয়নি। এই প্রতিবেদনটি ছিল একটি দিশারী পদক্ষেপ। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলিও কার্যে রূপায়িত হয়নি।

৩. গ্রন্থাগার বিষয়ে কার্যকরী গোষ্ঠী ঃ

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬৫ সালে ভি. কে. আর. ভি রাওকে সভাপতি হিসাবে নিয়ে গ্রন্থাগার বিষয়ে একটি কার্যকরী গোষ্ঠী গঠন করে। তাদের প্রতিবেদন জমা পড়ে ১৯৬৬ সালে। এই গোষ্ঠী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে (১৯৬৬-৭১) সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার নিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের পরামর্শ দেয়। এই গোষ্ঠী আগামী ১৫ বছরের জন্য একটি আগাম পরিকল্পনা পেশ করে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলি ছিল এইরকম ঃ

১. গ্রন্থাগার বিষয়ে একটি পৃথক বিভাগ/শাখা গঠন করা ;

২. প্রতি রাজ্যের জন্য একটি ডিরেক্টরের সৃষ্টি করা ;

৩. কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরামর্শ পর্ষদ গঠন করা ;

৪. দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগারের আদলে সারা দেশে তিনটি মডেল সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা।

এই গোষ্ঠী ১৯৬৬ সালে একটি মডেল সাধারণ গ্রন্থাগার বিল প্রস্তুত করে। এই বিলটি সম্ভবত মহারাষ্ট্র পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্টকে আংশিকভাবে প্রভাবিত করে।

৪. গ্রন্থাগারের পরিষেবা ও তথ্য সরবরাহের আধুনিকীকরণের জন্য কার্যকরী গোষ্ঠী ঃ

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় (১৯৮৫-৯০) গ্রন্থাগার পরিষেবা ও তথ্য সরবরাহের আধুনিকীকরণের বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য ডক্টর এন. শেষাগিরির সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশনের একটি কার্যকরী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৮ সালে গোষ্ঠী তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনটির দুটি ভাগ ছিল।

প্রথমভাগ জনসাধারণ, শিক্ষাব্রতী বিশেষ ও জাতীয় গ্রন্থাগারসমূহ, তথ্যকেন্দ্র ও ব্যবস্থা বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। দ্বিতীয় ভাগে কম্প্যুটারের ব্যবহার ও তথ্য সরবরাহের বিষয়ে উল্লেখ ছিল। সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কার্যকরী গোষ্ঠীর পরামর্শ ছিল ঃ

১. সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়ন কর্মসূচিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন সামাজিক শিক্ষা বিভাগ, কৃষি বিভাগের বর্ধিত কার্যাবলি, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত করা আবশ্যক।

২. প্রতি রাজ্যে / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি গ্রন্থাগার আন্তর্জাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যাতে সেই অঞ্চলের জনগণের হাতের কাছে গ্রন্থাগারের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। এই আন্তর্জালের শীর্ষস্থানে থাকবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং তারপর পর্যায়ক্রমে থাকবে জেলা, শহর, গ্রামের গ্রন্থাগারগুলি।

৩. সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪. যে রাজ্যে এ ধরনের আইন আছে সেখানে আরও ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা রাজ্যের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

৫. বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে, যতদূর সম্ভব, সেই রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত।

তথ্য পরিষেবার বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি নেওয়া হয়েছিল ঃ

১. বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কম্প্যুটার ও তাঁর ব্যবহারের অধীনে আনা দরকার ;

২. গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচিতে কম্প্যুটার প্রয়োগ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ;

৩. সপ্তম পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে সব প্রধান গ্রন্থাগারগুলির বেশিরভাগে কম্প্যুটার পদ্ধতি প্রয়োগ করার ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিত ;

৪. শীর্ষস্থানে একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করতে হবে যারা কম্প্যুটার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই গোষ্ঠীটির আরও কাজ হবে হার্ডওয়ার ও সফ্‌টওয়ারের মানদণ্ড স্থির করে বিভিন্ন স্তরে সেই পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়া ;

৫. একটি কেন্দ্রীয় ক্যাটালগ ও একটি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি রচনা করার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে হবে ;

৬. গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে ;

৭. ভিডিও টেক্সট্, টেলি টেক্সট্-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা যথাসম্ভব কম খরচে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৪.৫ জাতীয় পরিকল্পনা ও গ্রন্থাগারের উন্নতি

জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন করা। ১৯৫১ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা হয়। জাতীয় পরিকল্পনাও এদেশে গ্রন্থাগারের উন্নতি করার উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছিলেন, কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা শেষ হওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র ৯টি রাজ্যে (আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, পেপসু, সৌরাষ্ট্র, ভূপাল ও বিন্ধ্যপ্রদেশ) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং প্রায় ১০০টি জেলা গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। কতকগুলি রাজ্যে তখন পর্যন্ত জেলা গ্রন্থাগার তৈরি করার তোড়জোড় চলছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় (১৯৫৬-১৯৬১) ৩২০টি জেলা গ্রন্থাগার এবং বাকি রাজ্যগুলিতে রাজ্য কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। কেন্দ্রীয় রাজ্যিক ও জেলা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি জাতীয় আন্তর্জাল গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬১-১৯৬৬) একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, যা নিম্নলিখিত বক্তব্যে ধরা পড়ে ঃ 'একটি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা যে-কোনো সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থার অতিপ্রয়োজনীয় অংশ।' কিন্তু মহৎ আদর্শের কথা বললেও এর কাজের গতি প্রথম দুইটি পরিকল্পনার অনুরূপ ছিল। বস্তুতপক্ষে পরিকল্পনার কার্যসূচিতে সাধারণত গ্রন্থাগারের উন্নতির ব্যাপারটি অগ্রাধিকার পায়নি। ১৬টির মধ্যে ১২টি রাজ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছিল এবং ৯টির মধ্যে ৫টি রাজ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। ৩২৭টি জেলার মধ্যে ২০৩টি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার এবং মাত্র ২৭% ব্লকে ব্লক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। পেশাদারী সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে দেশে একটি উপযুক্ত ধরনের গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রবর্তনের দাবি ও পরামর্শ পেশ করে আসছিল। কিন্তু পরিকল্পনাবিদরা ওদের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজনবোধ করেননি।

চতুর্থ পরিকল্পনার সময় (১৯৬৬-১৯৭১), যেটা ১৯৬৯-১৯৭৪ সালে কার্যকরী হয়েছিল, পরিকল্পনা কমিশন গ্রন্থাগার বিষয়ে একটি কার্যকরী গোষ্ঠী গঠন করেছিল। এই গোষ্ঠী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক ও সুসংগঠিত কার্যসূচি তৈরি করে। গ্রন্থাগারকে একটি উপ-বিভাগের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল, বাস্তবে প্রয়োগ করার পর দেখা গেল যে কার্যকরী গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে তার সংগতি নেই।

পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৭১-১৯৭৫) ও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় (১৯৭৫-১৯৮০) গ্রন্থাগারের জন্য কোনো কার্যকরী গোষ্ঠীর ব্যবস্থা ছিল না। গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ক কাজকে বিভাগীয় পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগীয় পরিকল্পনার অধীনে NISSAT কর্মসূচিকে ১৯৭৭-এর জুন মাসে কার্যকরী করা হয়।

সপ্তম পরিকল্পনার সময় (১৯৮৫-১৯৯০) গ্রন্থাগার পরিষেবা ও তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকীকরণের জন্য একটি কার্যকরী গোষ্ঠী গঠন করা হয়। এই গোষ্ঠীর পরামর্শকে দুইভাবে বিভক্ত করা যায়,

'সাধারণ পরামর্শ' ও 'বিশেষ পরামর্শ'। সাধারণ পরামর্শে কার্যকরী গোষ্ঠীর প্রস্তাবগুলি ছিল ঃ

(ক) গ্রন্থাগার ও তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে জাতীয় নীতি নির্ধারণ ;

(খ) পৃথক গ্রন্থাগার ডিরেক্টরেট। বিভাগ গঠন ও শক্তিশালী করা ;

(গ) সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা কর্তৃক গঠন ;

(ঘ) পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা—বিশেষ ধরনের বই, যেমন নতুন স্বাক্ষরকারী, শিশু ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যবহারোপযোগী পাঠ সামগ্রীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া ;

(ঙ) কম্প্যুটারের ব্যবহার, মাইক্রো প্রসেসর এবং তথ্যপ্রযুক্তির অন্যান্য গেজেটের ব্যবহার।

'বিশেষ পরামর্শ' বিভাগে কার্যকরী গোষ্ঠী গ্রন্থাগার, তথ্যকেন্দ্র, তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সংঘ ইত্যাদি সব বিভাগের জন্যই মূল্যবান পরামর্শ পেশ করেছিলেন। ওদের মধ্যে অনেকগুলি কার্যকর করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওদের প্রস্তাবিত পরামর্শগুলি সত্যি সত্যি গৃহীত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোনোরকম প্রমাণ নেই।

৪.৬ প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও নীতি

ডক্টর এস. আর. রঙ্গানাথন সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যাপারে সচেতনভাবে একটি সম্ভাব্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। শিরোনাম থেকেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় যে ('গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ ভারতের জন্য ৩০ বছরের কর্মসূচির সঙ্গে কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য গ্রন্থাগার বিলের খসড়া', দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি, ১৯৫০), বিস্তারিত এই পরিকল্পনায় সুসংবন্ধ গ্রন্থাগার পরিষেবার সব প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। জাতীয় চাকরির শর্তর বিষয়ে এতে আলোকপাত করা হয়েছিল। এখানে কর্মচারীর সংখ্যা থেকে আর্থিক দায়দায়িত্বের বিষয়ে উল্লেখ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি এবং একটি বিশাল দলিল হিসাবেই এটি থেকে গেছে। অবশ্য পরবর্তী সমস্ত পরিকল্পনার জন্য এটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে।

১৯৫০-এর দশক থেকেই পেশা হিসাবে ভারতে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিষয়ক ব্যবস্থার একটি জাতীয় নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গিয়েছিল। ১৯৭০-এর দশকে বিষয়টির ওপর ভারত সরকারের দৃষ্টি পড়েছে। রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থাগার ফাউন্ডেশন, গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার বিষয়ে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে একটি জাতীয় নীতির খসড়া ভারত সরকারের কাছে পেশ করে। 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরিস অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস' (IASLIC) ১৯৭৯ সালে রুরকিতে অনুষ্ঠিত তাদের দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনে বিষয়টির ওপর আলোচনা করে। ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনও (ILA) ১৯৪৮ সালে জয়পুরে অনুষ্ঠিত তাদের ৩০তম সম্মেলনে এই বিষয়ে আলোচনা করে। ILA-র পক্ষ থেকে ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে ভারত সরকারের কাছে একটি নীতি সংক্রান্ত বিবরণের খসড়া দাখিল করা হয়।

১. গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ঃ

১৮৮৫-র অক্টোবরে গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্ত সংস্কৃতি বিভাগ অধ্যাপক ডি.পি. চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি সারা ভারত ঘুরে বিস্তৃত আলোচনার পর ১৯৮৬ সালের ৩১মে সরকারের কাছে তাদের খসড়া প্রস্তাব পেশ করে। গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার বিষয়ে জাতীয় নীতি নির্ধারণে সরকার যে আগ্রহ দেখিয়েছেন এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার।

খসড়া প্রস্তাবে গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা বিষয়ে কমিটির লক্ষ্য প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলি হল ঃ

(ক) সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে জাতীয় জীবনের কার্যাবলির সমস্ত বিভাগে তথ্যের সংগ্রহ, বিন্যাস ও ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা, উন্নতি করা এবং এই ধারা বজায় রাখা ;

(খ) বর্তমান গ্রন্থাগার, তথ্যব্যবস্থা ও পরিষেবাকে উদ্দীপিত ও উন্নত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তথ্যপ্রযুক্তির সর্বশেষ উন্নতির সুযোগ দিয়ে জাতীয় চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা ;

(গ) গ্রন্থাগার ও তথ্যবিষয়ক কর্মীদের দ্রুততার সঙ্গে প্রশিক্ষণের জন্য উৎসাহিত করা ও তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই ধরনের পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় গুণ ও মানের বিষয়ে স্বীকৃতি দেওয়া ;

(ঘ) জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত বিভাগ ও সব স্তরের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিবেশনা ও পরিষেবার দ্রুত উন্নতিসাধন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলা ;

(ঙ) জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করার ব্যক্তিগত প্রয়াস ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার পরিবেশে নতুন নতুন জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহিত করা ;

(চ) সাধারণভাবে দেশের লোকদের জন্য জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের দ্বারা যতরকম সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা ;

(ছ) জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিককে রক্ষা করা ও জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা।

খসড়া প্রস্তাবটি দশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত ছিল—ভূমিকা, উদ্দেশ্য, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা, জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থপঞ্জি পরিষেবা, মানবশক্তির উন্নয়ন ও পেশাগত মানদণ্ড, গ্রন্থাগার তথ্যব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, সাধারণ পেশাদারি বিষয়সমূহ, কার্যনির্বাহকে প্রতিনিধি ও আর্থিক সহায়তা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ছিল। কমিটি মনে করে, সরকারের সামনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, "দেশে বিনামূল্যের সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও শক্তিবৃদ্ধি করা এবং একটি ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা।" প্রকল্প রূপায়ণ মাধ্যমের অনুচ্ছেদে গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব ছিল যার কাজ হবে জাতীয় নীতি ঠিকমতো কার্যকরী হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ রাখা।

ভারত সরকার তৎপরতার সঙ্গে ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে প্রস্তাবগুলিকে কাজে রূপায়িত করার জন্য অধ্যাপক ডি.পি.চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি ১৯৮৮ সালের মার্চের মধ্যে তাদের দায়িত্ব পালন করে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। সেই প্রতিবেদনে ছিল ঃ

গ্রন্থাগার নীতি রূপায়ণে মুখ্য ভূমিকা নেবার জন্য একটি জাতীয় গ্রন্থাগার কমিশন গঠন করা ; সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক (All Indian Library Service) গড়ে তোলা, রাষ্ট্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন, সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সব বিভাগের সমর্থন সুনিশ্চিত করা, সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ওই ধরনের অন্য সব কিছুর উন্নতির ব্যবস্থা করা ; কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের শক্তিবৃদ্ধি করা এবং জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

২. জাতীয় তথ্যনীতি ঃ

বিগত কিছু বছর ধরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ছে। গত দুই দশক ধরে সবরকম জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারের উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন বিষয়টিকে জাতীয় তথ্যনীতি হিসাবে দেখাটা অযৌক্তিক হবে না। UNESCO এখন বিশ্বের সব দেশকে জাতীয় (বিজ্ঞান) তথ্যনীতি গ্রহণ করার জন্য প্রচার চালাচ্ছে।

ভারতে বিজ্ঞান বিষয়ক নীতি নির্ধারণের জন্য তৈরি জাতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কমিটিকে (Council of Scientific and Industrial Research, CSIR) প্রযুক্তি বিষয়ে একটি তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য আবেদন করা হয়েছে। CSIR-এর আবেদনক্রমে UNESCO ডক্টর পিটার লেজার-এর মতো দক্ষ বিশেষজ্ঞকে পাঠিয়ে এখানে সুযোগ সুবিধার বিষয়ে অনুসন্ধান করে জাতীয় পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করতে বলা হয়েছে। অবশেষে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয় জাতীয় তথ্যব্যবস্থা [The National Information System in Science and Technology (NISSAT)] জাতীয় পরিকল্পনা হিসাবে গড়ে উঠেছে। আশা করা যায় UNISIST/ UNESCO-র কর্মসূচির লক্ষপূরণের উদ্দেশ্য গড়ে ওঠা NISSAT ভারতের তথ্যনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে।

৩. শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতি ঃ

১৯৮৬ সালের মে মাসে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সুতরাং শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব আছে। গ্রন্থের উন্নতির সঙ্গে

সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির জন্য এবং নতুন নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য বৃহত্তম জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।' প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যেমন নিজস্ব গ্রন্থাগারের সুবিধা থাকা দরকার তেমনি তাদের উন্নতও করা দরকার। এই নীতিকে যদি সফলভাবে কার্যকরী করা যায়, তবে গ্রন্থাগারের উন্নয়নে প্রভূত উৎসাহ জোগাবে।

৪.৭ গ্রন্থাগার সংগঠনসমূহ

পেশাগত সংগঠনগুলি সর্বদাই গ্রন্থাগার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বস্তুত জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে যেকোনো দেশে তাদেরই গ্রন্থাগার মেরুদণ্ড হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিস্তার ঘটাবার জন্য এবং আরও উন্নত পরিষেবা দেবার জন্য গ্রন্থাগার আইন পাশের ব্যাপারে সরকারের ওপর ওদেরই চাপ সৃষ্টি করা উচিত। অনেক দেশে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিষেবা গড়ে তোলার ব্যাপারে গ্রন্থাগার সংগঠনগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগার সংগঠনগুলির আরও একটি কাজ হল পরিষেবার অনুপযুক্ত, অপরিকল্পিত, সৌষ্ঠবহীন ও অপরিচ্ছন্ন পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং অবস্থার উন্নতির জন্য উপায়ের পথনির্দেশ করা।

গ্রন্থাগার সংগঠনের কার্যকরী ভূমিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও এবং দেশে অনেক সংখ্যক জাতীয় ও রাজ্যিক স্তরে গ্রন্থাগার সংগঠন থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার সংগঠনগুলি এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কয়েকটি ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে বরং কিছুসংখ্যক সংগঠন প্রকৃতই কিছু ভালো কাজ করে চলেছে।

গ্রন্থাগার পরিষেবা ও তথ্যকেন্দ্রের আধুনিকতা বিষয়ক কার্যকরী গোষ্ঠীর প্রতিবেদন মতে বেশিরভাগ গ্রন্থাগার সংগঠনগুলি পুঁজি ও ব্যবহারিক সামগ্রীর অভাবের দরুন নানারকম সমস্যায় পীড়িত। কার্যকরী গোষ্ঠীর পরামর্শ হল, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তর/শিক্ষা বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের উচিত এসব গ্রন্থাগার সংগঠনকে নিরন্তরভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, যাতে তারা উপযুক্তভাবে তাদের সেবাকাজ চালিয়ে যেতে পারে।

৪.৮ পর্যালোচনা

পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা গেছে যে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ, তাই সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাবার জন্য গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষার বিস্তার খুবই জরুরি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও অধিকাংশ রাজ্যে কোনো গ্রন্থাগার আইন নেই। এ পর্যন্ত করা পরিকল্পনা প্রস্তাব ও নীতি দেশে প্রকৃত গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং উল্লেখযোগ্য কমিটির প্রতিবেদন গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নে প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু এদেশে গ্রন্থাগারের অবস্থা এখন যেমন আছে তার চেয়েও বেশি উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া উন্নয়নের জন্য পেশ করা প্রস্তাবগুলিও ঠিকমতো কার্যকর করা হয়নি। তাছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের মাত্রা ছিল খুবই কম। দুঃখের বিষয় সিন্‌হা কমিটির প্রতিবেদন ও রঙ্গানাথনের তৈরি করা তিরিশ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বর সঙ্গে বিবেচনা করা হয়নি।

চতুর্থ পরিকল্পনার সময় কার্যকরী গোষ্ঠীর প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঠিকমতো সংহতি গড়ে না ওঠায় গ্রন্থাগারের উন্নয়নেও অনেক অসংগতি রয়ে গেছে।

জাতীয় শক্তি হিসাবে গ্রন্থাগার ও তথ্যের আন্তর্জালের গুরুত্ব সরকারি শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বীকার করে নিয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যের আন্তর্জাল সরকারের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভাবন সিদ্ধান্ত গ্রহণের গবেষণা ও শিক্ষার যথাযথ সদ্ব্যবহারের দ্বারা জাতীয় লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব। সাম্প্রতিক উন্নতি জাতীয় স্তরে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার আন্তর্জালের বিষয়ে পরিকল্পনায় অধিকতর মনোযোগ দাবি করে। গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার আন্তর্জাল গড়ে তোলার জন্য নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে পারলে নিশ্চিতভাবে ইপ্সিত সমন্বয় ও সংহতি স্থাপন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া আর্থিক অনটন গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের সুবিধা ও পরিষেবার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত। আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে গ্রন্থাগার পরিষেবার বিশ্বায়ন ঘটানো খুবই প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি প্রণয়ন কমিটির (NAPLIS) প্রস্তাবগুলির রূপায়ণ দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খলভাবে উন্নত করতে পারবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন প্রস্তাব ও নীতি রূপায়ণের ফলাফল পরীক্ষা করার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করা গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য অবশ্যই একটি মহৎ পদক্ষেপ। প্রস্তাবটি কতদূর কার্যকরী হয় তার ওপরই অবশ্য এর সুফল নির্ভর করছে।

অষ্টম পরিকল্পনার সময় ভারত সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর পঞ্চায়েত অধীনস্ত এক লক্ষ গ্রামের প্রত্যেকটিতে একটি করে কমিউনিটি কেন্দ্র (Community Centre) গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতি গ্রামে একটি করে গ্রন্থাগার আর পাঠকক্ষ থাকবে এবং গ্রন্থাগারের শতকরা ৫০ ভাগ বই কেন্দ্রীয় সরকার জোগান দেবে।

৪.৯ অনুশীলনী

১. দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
২. NISCAIR কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিবৃত করুন।
৩. RRLF-এর কাজ ও কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনা করুন।
৪. গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিব্যবস্থার বিষয়ে জাতীয় নীতির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কী ?

৪.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Dasgupta, Kalpana Ed : National Library & Public Library Development : 150th anniversary of the Calcutta Public Library. Calcutta, National Library, 1989.

২. Human Resource Development (Ministry of), Culture (Development of-) National Policy of Library and Information System—a presentation. New Delhi, 1986.

৩. Kanla, P. N. Ed : Library Movement in India. Delhi Library Association 1958.

৪. Khursid, A. growth of Libraries in India, International Library Review 1972, 4(1) 21-65.

৫. Planning Commission, Report of the working group on modernisation of Libraries & informatics for the Seventh five year plan 1985-90, New Delhi, 1984.

৬. Rajagopalan, T.S. Year's work in India Librarianship. Delhi, Indian Library Association, 1988.